বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্প সমুহের সারসংক্ষেপ

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
১	খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)।	৩১.১২.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০২৫	আহম্মদ হোসেন মাসুম পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক (খুলনা-মংলা) ফোন: ০১৭১১৫০৫৩১৩ ই-মেইল: gmp@railway.gov.bd	**ভুমিকা:** খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৪২২৫৭১.০৯ লক্ষ টাকা। জিওবি: ১৩১১৩৬.৬৯ লক্ষ টাকা। পিএল: ২৯১৪৩৪.৪০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান নেটওয়ার্কের সাথে মোংলা পোর্টের সংযোগ স্থাপন এবং মোংলা পোর্টের সহিত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। • বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করা এবং মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথে আরামদায়ক ভ্রমণের সুব্যবস্থা করা। • দেশের অর্থনীতিতে মোংলা পোর্টের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। **প্রকল্প অনুমোদনঃ** গত ২১-১২-২০১০, ২৬-০৫-২০১৫, ০৫-১০-২০২১ ও ৩১-১০-২০২৩ তারিখে যথাক্রমে মূল ডিপিপি, ১ম, ২য় ও ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।প্রাক্কলিত ব্যয়-মোট-৪২২৫.৭১ (জিওবি-১৩১১.৩৭ + পিএল-২৯১৪.৩৪) কোটি টাকা। **প্রধান কার্যক্রম:** (১) ৬৩.৮২১ কিঃমিঃ এ্যামব্যাংকমেন্ট নির্মাণসহ ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ (প্রকৃত পরিমাপ অনুযায়ী রুট ৬৩.৮২১ কিঃমিঃ এবং লুপস্ এন্ড ইয়ার্ড ২৬.৯০৪ কি.মি. সহ মোট ৯০.৭২৫ কিঃ মিঃ) । (২) প্লাটফরম, প্লাটফরম শেড, কার পার্কিং, এপ্রোচ রোডসহ ৮টি রেল স্টেশন এবং ২টি ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ। (৩) ৩১টি মেজর ও মাইনর ব্রীজ এবং ১০৭টি কালভার্ট নির্মাণ।(৪) ৩০টি লেভেল ক্রসিং গেইট ও ৯টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস নির্মাণ। (৫) মোট ৫.১৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের রূপসা সেতু নির্মাণ (মূল সেতু- ৭১৬.৮০ মিটার, ভায়াডাক্ট- ৪৪১৩.২০ মিটার)। **অগ্রগতি:** প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গত ১৪.০৬.২০১২ তারিখে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়। ০২.০৬.২০১৩ তারিখে এলাইনমেন্ট চুড়ান্ত করা হয়। প্রি-কোয়ালিফিকেশন সম্পন্নের পর ০৭.১২.২০১৪ তারিখে নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়। ২৪.০৮.২০১৫ তারিখে প্যাকেজ ডব্লিউডি-২ এর আওতায় ভায়াডাক্টসহ ৫.১৩ কি:মি: দৈর্ঘ্যের রূপসা ব্রীজ নির্মাণ এবং ২০.১০.২০১৫ তারিখে প্যাকেজ ডব্লিউডি-১ এর আওতায় ৬৩.৮২১ কিঃমিঃ এ্যামব্যাংকমেন্ট নির্মাণসহ ৯০.৭৩ কিঃ মিঃ রেলপথ নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক কাজ নির্বাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ০১.০৯.২০১৬ তারিখে ২টি প্যাকেজের আওতায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ এবং যাথাক্রমে ২১.০৮.২০২২ ও ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৪৯%।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				ফলাফল: ০১.০৯.২০২২ তারিখে জিওবি খাতের অর্থায়নে সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন কাজের চুক্তি স্বাক্ষর, ২০.০৯.২০২২ কাজ আরম্ভ ও ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে কাজটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। ০১.০৪.২০২৪ তারিখ থেকে ১২ মাস মেয়াদে ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড শুরু হয়েছে।গত ২১.০৫.২০২৪ তারিখে ইস্যুকৃত 'জিআইবিআর' অনুমোদনের ভিত্তিতে নবনির্মিত রেললাইনে ০১.০৬.২০২৪ তারিখ হতে নিয়মিত ট্রেন চলাচল করছে।
২	আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর (২য় সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৪ হতে ৩০.০৬.২০২৫	মোঃ তানভিরুল ইসলাম পদবীঃ প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬১৪২ ই-মেইল: gmaldlp@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৪৯৮৬০৩.৭৮ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৭৫৮৭৪.৬৬ লক্ষ টাকা। পিএল: ৪২২৭২৯.১২ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে নতুন ৭২ কিঃ মিঃ ডুয়েল গেজ ২য় রেলওয়ে ট্র্যাক নির্মাণ, বিদ্যমান ৭২ কিঃ মিঃ মিটার গেজ রেল লাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর (লুপ ও সাইডিংসহ মোট ১৮৪.৬০ কি:মি:) এবং কম্পিউটার বেইজড ইন্টারলকিং সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে রেল লাইনের মানোন্নয়ন ও সেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ। **অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ২৩.১২.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** • ১৪৮.২২ কিঃ মিঃ ডুয়েল গেজ মেইন লাইন ট্র্যাকের জন্য ২৭৪২৭.৬২ মেট্রিক টন ৬০ কেজি (১৩২ পাউন্ড) রেল সংগ্রহ; • ৪২.০৭ কিঃ মিঃ লুপ ও সাইডিং লাইনের জন্য ৫১১০.০৬ মেট্রিক টন ৯০ পাউন্ড "এ" রেল সংগ্রহ; • ২৯৭৬৫০ টি ডুয়েল গেজ (ডিজি) প্রি-স্ট্রেসড (পিসি) কনক্রিট স্লিপার সংগ্রহ; • ৪১৭১৪১.৮১ ঘনমিটার ব্যালাস্ট সংগ্রহ; • বিদ্যমান লাইনের সকল সেতু ডুয়েল গেজ স্ট্যান্ডার্ডে পুনঃনির্মাণ। নতুন ও বিদ্যমান লাইনে ২৪টি (২ X ১২) মেজর ব্রীজ এবং ৯০টি (৪৫ X ২) মাইনর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ; • ১১টি 'বি' ক্লাস স্টেশনে বিদ্যমান রিলে ইন্টারলক্ড কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থার পরিবর্তে কম্পিউটার বেইজড ইন্টারলকিং সিগন্যালিং সিস্টেম চালুকরণ এবং আখাউড়া ও লাকসাম স্টেশনে বিদ্যমান সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার মডিফিকেশন- অর্থাৎ মোট ১৩ স্টেশনের সিগন্যালিং কাজ; • ১১টি স্টেশন ভবন পুনঃনির্মাণ এবং ২টি স্টেশন ভবনের আপ গ্রেডেশন; • ৭৫.২২২৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং এডিবি ও ইআইবি'র গাইড লাইন অনুযায়ী রিসেটেলমেন্ট কার্যক্রম; • ইঞ্জিনিয়ার্স মেইন অফিস ভবন নির্মাণ। • অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫০,৪১৩.২৪ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৮৭৭১৬.১০ লক্ষ টাকা এবং পিএঃ ৪৬২,৬৯৫.১৪ লক্ষ টাকা)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮,৬০৩.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৭৫,৮৭৪.৬৬ লক্ষ টাকা এবং পিএঃ ৪২২,৭২৯.১২ লক্ষ টাকা) • প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থা : এডিবি, ইআইবি এবং জিওবি। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.১৬%। **ফলাফল:** ■ ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা। ■ ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে চলাচলকারী ইন্টারসিটি ট্রেন,মালবাহী ট্রেন ও কন্টেইনার ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ■ কম্পিউটার বেজড ইলেকট্রিক সিগনালিং সিস্টেম স্থাপনের বিদ্যমান লাইনের মানোন্নয়ন ও শেকশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ এবং দ্রুতগামী ট্রেন চলাল নিশ্চিত হবে। ■ ট্রেনের যাত্রাসময় হ্রাস পাবে কারন এ সেকশনে আর ক্রসিং বা প্রেফারেন্সের জন্য ট্রেন দাড়িয়ে থাকতে হবে না। ■ রেলওয়ে ট্রেনসমূহে উন্নততর যাত্রী সুবিধাদি প্রদান। ■ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ টি মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ।	০১.০৭.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৪	ফকির মোঃ মহিউদ্দীন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: ০১৭১১৫০৬৯৪৪ ই-মেইল: pd200mgtf@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ টি মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৯২৭৫১.৬৯ লক্ষ টাকা। জিওবি: ২১৩৯৯.৭৭ লক্ষ টাকা। পিএল: ৭১৩৫১.৯২ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • Procurement of 200 MG Carriage: • AC Sleeper (WJC)=28 no. • AC Chair (WJCC)=35 no. • Shovon Chair (WEC)=96 no, • Shovon Chair with Pantry & Guard Brake (WECDR)=26 no. • Power Car (WPC)=15 no. **অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০৪.১০.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **অগ্রগতিঃ** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.১৩%। **ফলাফল:** প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত ঘোষনা করার কার্যক্রম চলমান আছে।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
৪	আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ) (১ম সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৫	মোঃ আবু জাফর মিঞা প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭১১৫০৬১০১ ই-মেইল: cee@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** প্রকল্পটি ভারতীয় সরকারের অনুদানে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে ভারত হতে আগরতলা থেকে দি "চিকেন নেক" দিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছানোর জন্য প্রায় ১৬৪৫ কিলোমিটার যেতে হয়। প্রস্তাবিত আখাউড়া আগরতলা রেল সংযোগ নির্মাণের ফলে- মাত্র ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতায় পৌঁছানো যাবে এবং চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে অনেক কম সময় লাগবে। প্রস্তাবিত রেল সংযোগে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশই উপকৃত হবে। ফলস্বরূপ, পরিবহন খরচ এবং ভ্রমণের সময় অনেক কম হবে। অন্যদিকে, কনটেইনার পরিবহন এবং অন্যান্য শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি নতুন উৎসও তৈরী হবে। তাই প্রস্তাবিত রেল সংযোগ বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের পথ প্রশস্ত করবে। অনুদানের শর্ত অনুসারে প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য ভারতীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Texmaco Rail & Engineering Limited এর সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (পিএমসি) হিসেবে IRCON INTERNATIONAL LIMITED নিয়োজিত আছেন। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৩১৮৫২.৫১ লক্ষ টাকা। জিওবি: ২৪০৯.২৭ লক্ষ টাকা। পিএল: ২৯৪৪৩.২৪ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • বাণিজ্যের প্রসারসহ পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল পরিবহণের মাধ্যমে আন্ত: যোগাযোগ স্থাপন করা; • বাংলাদেশ আখাউড়া হয়ে ভারতের আগরতলা পর্যন্ত নতুন রেল রুট স্থাপন করা; • বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে রেলযোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন পথ উন্মোচিত করা; এবং • রপ্তানী নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিকসাধন। **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০৫.০২.২০২৫ তারিখ (১ম সংশোধিত) ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** • প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গঙ্গাসাগর-আগরতলা করিডোর ব্যবহার করে রেলপথের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন সংযোগ স্থাপিত হবে। বর্ণিত রেললাইনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পোর্ট ব্যবহার করে মালামালসমূহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে সহজে ও স্বল্প সময়ে পরিবহন করা সম্ভব হবে এবং উভয় দেশের মধ্যে মালামাল ও যাত্রী পরিবহন করা সহজতর হবে। • আগরতলা হতে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত একটি নতুন ক্রস কান্ট্রি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৭৯%।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				ফলাফল: আন্তঃআঞ্চলিক এবং আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ দ্রুততর ও সহজতর হবে, আন্তঃদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	০১.০৭.২০১৭ থেকে ৩০.০৬.২০২৫	মোঃ বোরহান উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০১৭০৯৯৯৯০৯৪ ই-মেইল: pdrsp@railway.gov.bd	**ভূমিকা:** নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ভ্রমণের জন্য রেলওয়ে বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন, ট্রেনের আসন বাড়ানো, মালামাল পরিবহনে সক্ষমতা আরও বাড়ানো ইত্যাদি কারণে যাত্রী পরিবহন ও মালামাল পরিবহন উভয় দিক বিবেচনা করে ৪০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১২৫টি লাগেজ ভ্যান (৭৫টি মিটারগেজ ও ৫০টি ব্রডগেজ) এবং ১০০টি ওয়াগন (৫৮০টি মিটারগেজ ও ৪২০টি ব্রডগেজ) ক্রয়ের নিমিত্তে "বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৩৫৬২৯৪.৫০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৮১২৫১.৭৬ লক্ষ টাকা। পিএল: ২৭৫০৪২.৭৪ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ৪০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ৭৫টি মিটারগেজ লাগেজ ভ্যান, ৫০ টি ব্রডগেজ লাগেজ ভ্যান, ৫৮০ টি মিটারগেজ ওয়াগন এবং ৪২০ টি ব্রডগেজ ওয়াগন সংগ্রহ। ➢ ট্রেন পরিচালনায় আধুনিক, নিরাপদ ও উন্নত মানসম্পন্ন রোলিং স্টক সংযোজন। ➢ পুরাতন ও মেয়াদোত্তীর্ণ রোলিং স্টক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে রোলিং স্টক এর স্বল্পতা দূরীকরণ। ➢ নতুন যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ➢ বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ। **প্রকল্পের অনুমোদন:** গত ২৬.০৬.২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। **প্রধান কার্যক্রম:** ➢ প্যাকেজ জিডি-১ এর আওতায় ৪০ টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ; ➢ প্যাকেজ জিডি-২ এর আওতায় ৭৫ টি মিটারগেজ লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ; ➢ প্যাকেজ জিডি-৩ এর আওতায় ৫০ টি ব্রডগেজ লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ; প্যাকেজ জিডি-৪ এর আওতায় ৫৮০ টি মিটারগেজ ওয়াগন (৩৮৬টি এমজি বগি ওপেন ওয়াগন, ১৭৪ টি এমজি বগি কভার্ড ওয়াগন ও ২০ টি এমজি বগি ব্রেক ভ্যান) সংগ্রহ; এবং ➢ প্যাকেজ জিডি-৫ এর আওতায় ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন (২৯০টি বিজি বগি ওপেন ওয়াগন, ১১৬টি বিজি বগি কভার্ড ওয়াগন ও ১৪টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান) সংগ্রহ। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০ %এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৫৪%।

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
				ফলাফল: ➢ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আমদানিকৃত রোলিং স্টকসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ রাজস্ব বাজেটের আওতায় সম্পাদন করা হবে। ➢ প্রকল্পের আওতায় আগত রোলিং স্টকসমূহ বাংলাদেশ রেলওয়েতে টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ভুমিকা রাখবে।
৬	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প এর প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৪	মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (দোহাজারী-রামু-কক্স) ফোন: ০১৭১১৬৯১০৬৩ ই-মেইল: akc19711973@gmail.com	**ভূমিকা:** এডিবির অর্থায়নে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ৮০৮.৪০ লক্ষ টাকা। জিওবি: ৫.০০ লক্ষ টাকা। পিএ: ৮০৩.৪০ লক্ষ টাকা। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পের কারিগরী সহায়তায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটি গত ০৬.০৭.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **প্রধান কার্যক্রম:** দোহাজারী- কক্সবাজার রুটে সম্ভাব্য আন্ডারপাস ও ওভারপাস নির্ণয় করা। **অগ্রগতি:** বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ১০০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯৭ %। **ফলাফল:** প্রকল্পটি দোহাজারী – কক্সবাজার রুটে রেল লাইন নির্মাণ, আন্ডার পাস, ওভারপাস নির্মাণ ও বনায়নে সহায়তা প্রকল্প হিসেবে কাজ করেছে।